সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৮০৩

৮/ সাওম (রোজা) (كتاب الصوم عن رسول الله ﷺ)

পরিচ্ছেদঃ ইতিকাফকারী প্রয়োজনে বের হতে পারে কি না?

باب الْمُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لاَ

আরবী

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ، قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ وَيُشَيِّعَ الْجَنَازَةَ وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَرَأَوْا لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيهِ أَنْ لاَ يَعْتَكِفَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ لأَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ فَقَالُوا لاَ يَعْتَكِفُ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ حَتَّى لاَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ لأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلاِعْتِكَافِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَحْمَدُ لاَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَلاَ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ وَيَعُودَ الْمَرِيضَ .

বাংলা

৮০৩. কুতায়বা (রহঃ) আমাকে উক্ত রিওয়ায়াতটি লায়স (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। - তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৮০৫ [আল মাদানী প্রকাশনী]

আলিমগণের এই হাদীস অনুসারে আমল রয়েছে যে, ইতিকাফকারী ব্যক্তি মানবীয় প্রয়োজনে সে অবশ্যই বের

হতে পারবে। তবে রোগী দেখা, জুমু'আ ও জানাযার সালাতে ইতিকাফরত ব্যক্তি হাযির হতে পারবে কিনা এ-ই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মত হল, যদি ইতিকাফের সময় শর্ত করে থাকে তবে সে রোগী দেখতে, জানাযা অনুসরণ করতে এবং জুমুআর সালাতে হাযির হতে পারবে। এ হল ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইবনু মুবারক (রহঃ) এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, উল্লিখিত কোন কাজ সে করতে পারবে না। ইতিকাফকারী ব্যক্তি যদি এমন শহরে বাস করে যেখানে জুমুআর সালাত (নামায/নামাজ) হয় সেখানে সে জামি' মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ করবে না। তাঁরা ইতিকাফস্থল ছেড়ে জুমুআর জন্য বের হওয়াও পছন্দ করেন না। আবার জুমুআ পরিত্যাগ করাও জায়িজ বলে মনে করেন না। সুতরাং তারা বলেন, জামি মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ করবেনা যাতে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফস্থল থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। কেননা মানবী প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া তাদের মতে ইতিকাফ ভঙ্গের কারণ হিসাবে গণ্য। এ হল ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহঃ) এর অভিমত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) এর হাদীসের আলোকে সে রোগী দেখতে ও জানাযায় শরীক হতে বের হতে পারবে না। ইমাম ইসহাক (রহঃ) বলেন, যদি সে পূর্বেই এই বিষয়ে নিজে নিজে শর্ত করে নেয় তবে সে জানাযায় শরীক হতে ও রোগীকে দেখতে যেতে পারবে।

English

See previous Hadith.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=17992

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন